

বার্ষিক প্রতিবেদন

জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০১২



৩১/২ সেনপাড়া পর্বতা, মিরপুর-১০, ঢাকা-১২১৬, বাংলাদেশ

☎ ৮৮০-২-৮০৬১৬৯৩, ৮৮০-২-৯০০৫৬৩৭

☎ ৮৮০-২-৯০০৫৬৩৮

✉ fdhaka@dhaka.net

Website: www.annesha-foundation.org

File| D:\Annual Report 2011-2012.doc



Working Areas of Annesha Foundation (AF) are shown in the Map



বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১১-২০১২

পৃষ্ঠা ২ হতে ২৪

সূচী পত্র

বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
এক নজরে বাংলাদেশের ম্যাপে সংগঠনের কর্ম এলাকা	২
এক নজরে সংগঠনের কার্যক্রম	৪
সংগঠনের ভূমিকা	৫
অবেশা ফাউন্ডেশন (এ,এফ) এর আদর্শ	৫
অবেশা ফাউন্ডেশন (এ,এফ) এর উদ্দেশ্য সমূহ	৫
অবেশা ফাউন্ডেশন (এ,এফ) এর আইনগতদিক	৬
অবেশা ফাউন্ডেশন (এ,এফ) এর বিভিন্ন ফোরামের সদস্যপদ লাভ	৬
অবেশা ফাউন্ডেশন (এ,এফ) এর ফোরামের সদস্যপদ পার্টনারশীপ	৬
অবেশা ফাউন্ডেশন (এ,এফ) এর কর্ম এলাকা	৬
এক নজরে সংগঠনের শাখাওয়ারী বিস্তারিত বিবরণ	৯
অবেশা ফাউন্ডেশন (এ,এফ) এর কর্মীদের সংখ্যা	১০
অবেশা ফাউন্ডেশন (এ,এফ) এর কার্যক্রম –সমিতি গঠন ও সঞ্চয়ী মনোভাব গড়ে তোলা	৯-১২
আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড ও ঋণ কার্যক্রম	১২-১৫
গৃহায়ন কার্যক্রম	১৫-১৬
শিক্ষা কার্যক্রম	১৬-১৭
নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন কার্যক্রম	১৮
পরিদর্শন	১৯
বর্তমান কার্য নির্বাহী পরিষদের নাম	২০
বর্তমান সাধারণ পরিষদের নাম	২০
সহযোগী সদস্য/সদস্যদের নাম	২১
অর্থ ব্যবস্থা	২১
উপসংহার	২১
সফল কাহিনী	২২-২৪

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১১-২০১২

পৃষ্ঠা ৩ হতে ২৪

বার্ষিক প্রতিবেদন

এক নজরে সংগঠনের কার্যক্রম

ক্রমিক	বিবরণ	2011-2012	2010-2011	2009-2010	2008-2009
১।	প্রকল্প সংখ্যা	০৫	০৪	০৪	০৫
২।	গ্রামের সংখ্যা	৯৩১	৯৮২	১১০০	১,০৬৬
৩।	ইউনিয়নের সংখ্যা	১৬০	১৬৭	১৯৪	১৭৪
৪।	উপজেলার সংখ্যা	২০	২২	২৩	২৩
৫।	জেলার সংখ্যা	১০	১০	১০	১০
৬।	বিভাগের সংখ্যা	০৩	০৩	০৩	০৩
৭।	এলাকা কার্যালয়ের সংখ্যা	০৫	০৫	০৫	০৫
৮।	শাখা কার্যালয়ের সংখ্যা	২১	২৭	২৭	২৭
৯।	সাব শাখার সংখ্যা	০০	০	০৩	০৩
১০।	সমিতির সংখ্যা	১০৯৭	১১৯৯	২১৫৪	২,২৪৮
	ক) মহিলা সমিতির সংখ্যা	১০৬২(৯৬.৮০%)	১১৬২(৯৬.৯১%)	২১০৩(৯৭.৬৩%)	২,১৯০, (৯৭.৪২%)
	খ) পুরুষ সমিতির সংখ্যা	৩৫(৩.১৯%)	৩৭(৩.০৮%)	৫১(২.৩৭%)	৫৮ (২.৫৮%)
১১।	মোট সঞ্চয়ী সদস্য সংখ্যা	১৬,৪৬৫	১৭,৯৪৯	২৫,১৭৭	৩০,৬৯১
	ক) পুরুষ	৩৯৪	৪৪৪	৫৮১	৫৮৯
	খ) মহিলা	১৬,০৭১	১৭,৫০৫	২৪,৫৯৬	৩০,১০২
১২।	সঞ্চয়ী সদস্যের মোট সঞ্চয়	29,134,308	31,710,913	46,927,978	৪৭,৬৪৩,৬৪০
	ক) পুরুষ সদস্যদের সঞ্চয়ের পরিমাণ	13,99,753	16,48,181	1,777,814	১,৪৪৭,১৮৫
	খ) মহিলা সদস্যদের সঞ্চয়ের পরিমাণ	27,734,555	30,062,732	45,150,164	৪৬,১৯৬,৪৫৫
১৩।	মোট উপকারভোগীর সংখ্যা	২০,৮৮৫	২৩,৪৭৪	৩২,৭৩৬	৪১,৪০১
	ক) সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম	১৬,৪৬৫	১৭,৯৪৯	২৫,১৭৭	৩০,৬৯১
	খ) শিক্ষা কার্যক্রম	৩৭০০	৫,৫২৫	৭,৫৫৯	৮,৭০০
	গ) ওয়াটার এ্যান্ড সেনিটেশন কার্যক্রম	৭২০	০০	০০	২,০১০
১৪।	মোট ঋণ বিতরণ	১,৯৭৩,৮৮৪,০০০	১,৮৬৫,৫৩৭,০০০	১,৭৫৯,৩২২,০০০	১,৫৪৯,৭৩৮,০০০
১৫।	মোট ঋণ আদায়	১,৮৮২,৬০৫,৭৯২	১,৭৭৬,৬১৯,৯৪৮	১,৬৪৪,০৮৯,৩৮০	১,৪২৫,৮৯০,০৩৪
১৬।	ঋণ স্থিতি	৯১,২৭৮,২০৮	৮৮,৯১৭,০৫২	১১৫,২৩২,৬২০	১২৩,৮৪৭,৯৬৬
১৭।	ক্রমপুঞ্জিভূত আদায় হারঃ	৯৫.৩৭%	৯৫.২৩%	৯৪.৪৫%	৯৮.৩৭%
১৮।	স্কুল সংখ্যা (হার্ড টু রীচ)	১৪৮	২৪৮	৩৪৮	৩৪৮
১৯।	ছাত্র সংখ্যা (হার্ড টু রীচ)	৩৭০০	৫,৫২৫	৭,৫৫৯	৮,৭০০
	ক) ছেলে	১৪৮০	২,২৯৩	২,৯৬৩	৩,৪৮০
	খ) মেয়ে	২২২০	৩,২৩২	৪,৫৯৬	৫,২২০
২০।	কর্মচারী/কর্মকর্তা সংখ্যা	২৯০	৪২৫	৫৭৬	৫৫৪
	ক) পুরুষ	৯৯	১৬২	১৯৬	১৮২
	খ) মহিলা	১৯১	২৬৩	৩৮০	৩৭২
২১।	কার্য নির্বাহী সদস্য সংখ্যা	০৯	০৯	০৯	০৯
২২।	সাধারণ সদস্য সংখ্যা	২৯	২৯	২৯	২৯

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১১-২০১২

পৃষ্ঠা ৪ হতে ২৪

অবেশা ফাউন্ডেশন (এ.এফ.) বার্ষিক প্রতিবেদন

জুলাই ২০১১ খ্রীঃ হতে জুন ২০১২ খ্রীঃ

ভূমিকা

অবেশা ফাউন্ডেশন (এ.এফ.) একটি স্থানীয়, বে-সরকারী, অ-লাভজনক, অ-রাজনৈতিক সেচ্ছাসেবী উন্নয়ন সংস্থা (পিভিডিও) অর্থাৎ Private Voluntary Development Organization (PVDO/NGO). Annesha Foundation means “To find out way to love the people through development” অর্থাৎ তুমি খোঁজ কর কিভাবে মানুষকে ভালবেসে উন্নয়ন করা যায়”। সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা মিঃ কমলইন্দু কর্মকার এর নেতৃত্বে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার কিছু সংখ্যক সমমনা লোকের প্রচেষ্টায় ১৯৮৯ সালে এই সংস্থার জন্ম হয়। জন্মলগ্ন থেকে এই সংস্থা সমাজের পিছিয়ে পড়া অবহেলিত জনগণের মৌলিক চাহিদা মেটানো এবং সচেতনতা বৃদ্ধি, স্থানীয় সম্পদের সুমম বন্টনের মাধ্যমে উন্নয়ন এর কলা-কৌশল অবলম্বন করে ক্রমাগত ভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। অবেশা ফাউন্ডেশন (এ.এফ.) বিশ্বাস করে জনগণের সক্রিয় অংশ গ্রহণই বয়ে আনতে পারে এক মাত্র সফলতা এবং নিয়ে যেতে পারে সংগঠনের অভিষ্ঠ লক্ষ্যে।

অবেশা ফাউন্ডেশন (এ.এফ.) -এর আদর্শ

একতা, শৃংখলা, সহযোগিতা মূলক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে সেচ্ছাসেবী কর্ম উদ্যোগের দ্বারা এলাকা তথা সমাজের বিভিন্ন স্তরের সামাজিক উন্নয়ন সাধন ও আর্থ-সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রকল্পের মাধ্যমে বা কার্যক্রমের মাধ্যমে, অসহায়, দুঃস্থ ও বেকার জনশক্তিকে কাজে (মূলতঃ সরাসরি উৎপাদনের সাথে সম্পর্ক যুক্ত) লাগানোর ভিতর দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, এই সংগঠনের মূল আদর্শ।

অবেশা ফাউন্ডেশন (এ.এফ.)- এর উদ্দেশ্য সমূহ

- অসহায়, দুঃস্থ ও বেকার জনশক্তিকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন মূলক কাজে লাগানোর মাধ্যমে পরনির্ভরশীলতার গ্লানী মুক্ত করে আত্মনির্ভরশীল হিসাবে গড়ে তোলা,
- এলাকার চিহ্নিত স্থানীয় সম্পদ সমূহ যথাযথ ব্যবহার করার মাধ্যমে মানব কল্যাণ সাধন করা,
- সমাজের অবহেলিত, নিপীড়িত, দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া লোকদের চিহ্নিত করে পেশা ভিত্তিক অ-প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণার দ্বারা বেকার, দুঃস্থ ও অসহায়দের সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও চাকুরীর সুযোগ সৃষ্টি করা ,
- অভিভ্য দল (Target Group) গঠন করার উদ্দেশ্যে কর্মী ও সেবা মূলক প্রতিষ্ঠানকে স্বজনশীল চিন্তা ধারা দিয়ে সাহায্য করা, তথ্য সংগ্রহ করা, মাঠ সম্প্রসারণ করা,সাধারণ মানুষের সাথে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সার্বিক পদ্ধতি নির্ধারণ করা,
- অপ্রতিষ্ঠানিক শিক্ষাকে বিশেষ ভাবে প্রাধান্য দিয়ে শিশু, কিশোর-কিশোরীদের, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, পেশা মূলক ও বয়স্ক শিক্ষার সুযোগ প্রদান করা
- স্বাস্থ্য, জন সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয় সম্পর্কে জন গোষ্ঠিকে সচেতন করে উক্ত বিষয়ে স্থানীয় সুযোগ সুবিধা প্রদানের সহায়তা করা
- সাধারণ মানুষকে সমবায় অংশ গ্রহণ, নেতৃত্ব প্রদান, হিসাব নিকাশ এবং মানবিক গুণাবলী বিকাশের সুযোগ সৃষ্টিতে সহায়তা করা ও পরিকল্পনা করা ,
- উন্নত পদ্ধতিতে অনুন্নত এলাকায় অধিক ফসল ফলানো, মৎস চাষ করা ও বাজারজাত করতে সহায়তা করা, হাঁস, মুরগী, গবাদী পশুর খামার করা ও পুষ্টিহীনতা দুরীকরণের পদক্ষেপ নেওয়া ,
- সাধারণ মানুষের অবস্থার উন্নতির জন্য সরাসরি এবং উপযুক্ত সংগঠনের মাধ্যমে নিয়মিত কনফারেন্স ও সেমিনারের ব্যবস্থা করা ও সামাজিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পদক্ষেপ নেওয়া ,
- বিভিন্ন উন্নয়ন ও সেবামূলক সরকারী প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করা ,
- দুঃস্থ ও ছিন্নমূল মহিলাদের কর্মসংস্থানের নিমিত্তে স্থানীয় সম্পদের যথাযথ সন্যবহারের মাধ্যমে উপযুক্ত কুটির ও হস্তশিল্প ইত্যাদির ব্যবস্থা ও বাজার জাত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা ,
- বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন দাতা সংগঠনের সংগে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজ করা।

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১১-২০১২

পৃষ্ঠা ৫ হতে ২৪

অবেষা ফাউন্ডেশন (এ.এফ.) এর আইনগত দিক

১. অবেষা ফাউন্ডেশন (এ.এফ.) বাংলাদেশ সরকারের সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত হয় ১৯৮৯ সালে যার নিবন্ধিকরণ নং বরি ২২২/৮৯-২৭ শে মে, ১৯৮৯ইং ,
২. অবেষা ফাউন্ডেশন (এ.এফ.) বাংলাদেশ সরকারের পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত হয় ১৯৯০ইং সালে যার নিবন্ধিকরণ নং এম, আই, এস-৫০৮/১/(৬) ২৯শে আগস্ট, ১৯৯০ ,
৩. অবেষা ফাউন্ডেশন (এ.এফ.) ফরেন ফান্ড ব্যবহারের জন্য এনজিও বিষয়ক ব্যুরো প্রধান মন্ত্রীর দপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত হয় ১৯৯১ সালে যার নিবন্ধিকরণ নং এফ,ডি,৫৪৯, ২৩শে অক্টোবর, ১৯৯১ ।
৪. অবেষা ফাউন্ডেশন (এ.এফ) ১৮৬০ সালের সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন আইনের ২১ নং ধারা মোতাবেক নিবন্ধনকৃত যাহার রেজিস্ট্রেশন নং এস-২৮১২(০৫)/২০০০ ।
৫. অবেষা ফাউন্ডেশন (এ.এফ) ২০০৭ সালের মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি নিকট নিবন্ধন এর জন্য আবেদন করা হয়েছে, আবেদন জমার ক্রমিক নং ১৫০২,তারিখঃ ২৫/০২/২০০৭

অবেষা ফাউন্ডেশন (এ.এফ.)-এর বিভিন্ন ফোরামের সদস্যপদ লাভ

১. এসোসিয়েশন অব ডেভেলপমেন্ট এজেন্সিস ইন বাংলাদেশ (এডাব)-এর কেন্দ্রীয় সদস্য ।
২. এসোসিয়েশন অব ডেভেলপমেন্ট এজেন্সিস ইন বাংলাদেশ (এডাব)-এর বরিশাল চ্যাপ্টারের সদস্য ,
৩. জিডিএফ সাউথ-এর সদস্য ,
৪. এনজিও ফোরাম পিরোজপুরের সদস্য ,
৫. ক্রেডিট এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম (সিডিএফ)-এর সদস্য ,
৬. এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্ক (ই,ডি,এন) এর সদস্য ,
৭. ভি, এইচ, এস, এস -এর সদস্য পদের জন্য দরখাস্ত করিয়াছে তবে সহযোগী সদস্য হিসেবে সকল সহযোগিতা ভি, এইচ, এস, এস দিয়ে আসছে ।
৮. সাউদার্ন এনজিও নেট ওয়ার্ক এর সদস্য ।

অবেষা ফাউন্ডেশন (এ.এফ.)-এর বিভিন্ন ফোরামের পার্টনারশীপ

১. পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)
২. এনজিও ফাউন্ডেশন
৩. প্লান ইন্টারন্যাশন্যাল
৪. এনজিও ফোরাম ফর ডিংকিং ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড সেনিটেশন প্রোগ্রাম
৫. মাইক্রোক্রেডিট সামিট ক্যামপেইন কাউন্সিল ।

অবেষা ফাউন্ডেশন (এ.এফ.) -এর কর্মএলাকা

অবেষা ফাউন্ডেশন (এ.এফ.) পিরোজপুর জেলার নাজিরপুর থানায় ১টি ইউনিয়নে ৫টি গ্রাম নিয়ে ১৯৯১ সালে কাজ আরম্ভ করে, অবেষা ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম প্রতিবৎসর ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়ায় অবেষা ফাউন্ডেশন বর্তমানে ১০ টি জেলার ২৩ টি থানার ১৭২ টি ইউনিয়নের ১০০৩ টি গ্রামে ২৫৪৮৪ জন সরাসরি উপকার ভোগীদের মধ্যে কাজ বিস্তার লাভ করেছে ।

অবেষা ফাউন্ডেশনের প্রধান উপকারভোগী হচ্ছে মহিলা ও শিশু । মহিলা ও শিশুদের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে কিশোর কিশোরী ও পুরুষদের সংগে সচেতনতা মূলক উন্নয়নমূলক কাজের মধ্যে দিয়ে এলাকার জনগণ লাভবান হচ্ছে ।

অবেষা ফাউন্ডেশন শাখা অফিসের মাধ্যমে সংগঠন তাহার কর্ম-এলাকার কাজ বাস্তবায়ন করে থাকে নিম্ন লিখিত ভাবে :

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১১-২০১২

পৃষ্ঠা ৬ হতে ২৪

এক নজরে সংগঠনের শাখাওয়ারী বিস্তারিত বিবরণঃ

ক্রঃ	শাখার নাম	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়নের সংখ্যা	গ্রামের সংখ্যা	উপকারভোগীর সংখ্যা			
						পুরুষ	মহিলা	শিক্ষার্থী	মোট
১	নাজিরপুর	পিরোজপুর	নাজিরপুর	৬	২৮	০	৫০৯	০	৫০৯
২	জিলবুনিয়া			৩	৭	০	৪২৯	০	৪২৯
৩	সোহাগদল		নেছারাবাদ	২	১৪	০	৯৩৭	০	৯৩৭
৪	ডুবু			২	২০	০	৬৯৬	০	৬৯৬
৫	গণকপাড়া			৫	২১	০	৪৪৩	০	৪৪৩
৬	স্বরূপকাঠী			৩	৩০	০	৫৭১	০	৫৭১
৭	ঝালকাঠী	ঝালকাঠী	ঝালকাঠী	১৫	৬২	২৬	৯৮৯	০	১০১৫
৮	নবগ্রাম		৫	২৫	৬৭	৫১২	০	৫৭৯	
৯	শেখেরহাট		১২	৪৪	১৮	৩১৬	০	৩৩৪	
১০	বানারীপাড়া	বরিশাল	বানারীপাড়া	৮	৪৯	১৬	৮০৬	০	৮২২
১১	কচুয়া	বাগেরহাট	কচুয়া, মোড়লগঞ্জ,	৯	১৮	৫	৪৮৪	০	৪৮৯
১২	দেপাড়া		বাগেরহাট	৪	১৬	৫	৬১০	০	৬১৮
১৩	চিতলমারী		চিতলমারী	৬	৩৬	০	৫৬৭	০	৫৬৭
১৪	গোপালগঞ্জ	গোপালগঞ্জ	গোপালগঞ্জ	১১	৩৩	০	৪৯৪	০	৪৯৪
১৫	গাজীপুর	গাজীপুর	জয়দেবপুর	৬	৬১	০	৯১৪	০	৯১৪
১৬	মির্জাপুর		২	১৬	০	৫৫৬	০	৫৫৬	
১৭	শ্রীপুর		শ্রীপুর	৬	৪২	০	৬৪০	০	৬৪০
১৮	কিশোরগঞ্জ	কিশোরগঞ্জ	কিশোরগঞ্জ ও কাটিয়াদি	১২	৬৯	০	১৭১৫	০	১৭১৫
১৯	বাজিতপুর		বাজিতপুর	১১	৭৭	১৭	১০৩৩	০	১০৫০
২০	নান্দাইল	ময়মনসিংহ	নান্দাইল	১৩	১১৭	২২৫	১১৩১	০	১৩৫৬
২১	গৌরীপুর		গৌরীপুর	১০	৯৯	১৫	১৭১৬	০	১৭৩১
২২	মাতুয়াইল	ঢাকা	ডেমরা (শিক্ষা)	১	৬	০	০	১১৫০	১১৫০
২৩	মাতুয়াইল		যাত্রাবাড়ী (শিক্ষা)	১	৪	০	০	৮০০	৮০০
২৪	মাতুয়াইল	নারায়নগঞ্জ	আদমজী (শিক্ষা)	১	৪	০	০	১০৫০	১০৫০
২৫	মাতুয়াইল		সোনারগাঁও (শিক্ষা)	১	৪	০	০	৭০০	৭০০
*	গোপালগঞ্জ	গোপালগঞ্জ	গোপালগঞ্জ (স্যানিটেশন)	৫	২৯	৬০০	১২০	০	৭২০
মোট	২৫	১০	২০	১৬০	৯৩১	৯৯৪	১৬১৯১	৩৭০০	২০৮৮৫

অবেশা ফাউন্ডেশন (এফ) এর কর্মীদের সংখ্যাঃ

বিভাগ	পদমর্যাদা	ষ্ট্র্যাফ সংখ্যা		
		পুরুষ	মহিলা	মোট
প্রশাসন ও হিসাব (প্রধান কার্যালয়)	পরিচালক	১	০	১
	প্রধান হিসাব রক্ষক	১	০	১
	সিনিয়র সহকারী হিসাব রক্ষক	০	০	০
	সমন্বয়কারী -অর্থ ও আন্তঃ নিরীক্ষক	১	০	১
	সহকারী আন্তঃনিরীক্ষক	২	০	২
	ফান্ড ম্যানেজার	০	০	০
	সহকারী হিসাব রক্ষক	১	০	১
	অভ্যর্থনাকারী	১	০	১
	ড্রাইভার	১	০	১
	গার্ড	১	০	১
	পিওন	০	০	০
	বাবুচী	০	১	১
মোট		৯	১	১০
আইটি ও এমআইএস বিভাগ (প্রধান কার্যালয়)	সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার	১	০	১
	সহকারী সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার	১	০	১
	সহ-সমন্বয়কারী (এমআইএস)	১	০	১
	জুনিয়র সহ-সমন্বয়কারী (ডাটা)	০	১	১
	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	০	১	১
মোট		৩	২	৫
কার্যক্রম-আইজিপি (প্রধান কার্যালয়)	সহকারী পরিচালক	১	০	১
	যোনাল সমন্বয়কারী	০	০	০
কার্যক্রম-আইজিপি (শাখা ও এলাকা কার্যালয়)	এলাকা সমন্বয়কারী	৫	০	৫
	শাখা ব্যবস্থাপক	২১	০	২১
	সুপারভাইজার কাম সহকারী হিসাব রক্ষক	২	০	২
	প্রোগ্রাম অর্গানাইজার	৫২	৪	৫৬
	পিওন	১	০	১
	গার্ড	১	০	১
	বাবুচী	০	২২	২২
মোট		83	26	109
কার্যক্রম-শিক্ষা (প্রকল্প কার্যালয়)	প্রকল্প সমন্বয়কারী	১	০	১
	হিসাব রক্ষক	১	০	১
	সহকারী সমন্বয়কারী	০	১	১
	সুপারভাইজার	১	১৪	১৫
	শিক্ষক	১	১৪৭	১৪৮
	ক্লিনার	০	০	০
মোট		৪	১৬২	১৬৬
সর্ব মোট		৯৯	১৯১	২৯০
%		৩৪.১৪%	৬৫.৮৬%	১০০%

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১১-২০১২

পৃষ্ঠা ৮ হতে ২৪

অবেষা ফাউন্ডেশন (এ,এফ) এর কার্যক্রম

১লা জুলাই ২০১১ থেকে ৩০শে জুন ২০১২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সংগঠনের কার্যক্রম নিম্নরূপ :

- ক) সমিতি গঠন ও সঞ্চয়ী মনোভাব গড়ে তোলা ,
- খ) আই,জি,পি, ও ঋণ কার্যক্রম ,
- গ) গৃহায়ন কার্যক্রম,
- ঘ) শিক্ষা কার্যক্রম ,
- ঙ) ওয়াটার এন্ড সেনিটেশন কার্যক্রম,
- চ) ত্রান ও পুনর্বাসন কার্যক্রম,

ক) সমিতি গঠন ও সঞ্চয়ী মনোভাব গড়ে তোলা

অবেষা ফাউন্ডেশন (এ,এফ) ১৯৯৮ খ্রীষ্টাব্দে বরিশাল জেলার রাজাপুর গ্রামে, পরবর্তীতে পিরোজপুর জেলার নাজিরপুর থানায় অবেষা ফাউন্ডেশনের কাজ আরম্ভ করে। অবেষা ফাউন্ডেশনের জন্মলগ্ন থেকে এলাকার গরীব ও সমাজে পিছিয়ে পড়া জগগোষ্ঠীকে বিশেষ ভাবে মহিলাদের সংগঠিত করে তাহাদের মধ্যে সঞ্চয়ী মনোভাব গড়ে তোলার মধ্যে দিয়ে সামাজিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা এবং আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তাহাদের সংগঠিত করে নিজেদের মধ্যে একতা সৃষ্টি করে একে অপরকে সহযোগিতা প্রদানের মধ্যে তাহাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানসিক চিন্তাধারার উন্নতি করাই হয়েছে সংগঠনের লক্ষ্য। অবেষা ফাউন্ডেশন সর্ব সময় সহায়কের ভূমিকা পালন করে আসছে বিধায় নিম্ন লিখিত উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সমিতি গঠন করছে।

সমিতি গঠনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য সমূহ

- (০১) কর্ম-এলাকার গরীব, ভূমিহীন, প্রান্তিক চাষী, স্বামী পরিত্যক্তা ও সমাজের পিছিয়ে পড়া মহিলাদের সংগঠিত করা,
- (০২) আলোচনার মাধ্যমে উন্নয়ন মূলক কাজে সচেতন করা ,
- (০৩) সংগঠিত দলের মধ্যে সঞ্চয়ী মনোভাব গড়ে তোলা ,
- (০৪) নারীকে শুধু মাত্র নারী হিসাবে না দেখে মানুষ হিসাবে দেখা এবং পুরুষের মত সমান ভাবে উন্নয়ন কাজে অংশীদার হিসাবে দেখা

বাস্তবায়ন :-

অবেষা ফাউন্ডেশন এ,এফ ৮ টি জেলায় ১৮ টি থানার ১৫২ টি ইউনিয়নের ৮৮৫ টি গ্রামে ১০৯৭ টি সমিতি গঠনের মাধ্যমে ১৬,৪৬৫ জন সদস্যকে সংগঠিত করে সচেতনতা সৃষ্টি, সংগঠনের নিয়মানুসারে ৫ জনের একটি গ্রুপ ৫ থেকে ৬টি গ্রুপ নিয়ে একটি সমিতি গঠিত হয় অর্থাৎ ২৫ থেকে ৩০ জন সদস্য নিয়ে সমিতি গঠিত হয়। তাহারা সপ্তাহে এক দিন দুই ঘণ্টার মিটিং এ উপস্থিত হয়ে বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, স্বাস্থ্য, পরিবার গঠন নিয়ে বিভিন্ন আলোচনা করে নিজেদের সমস্যা নিজেরা বের করে তাহারা সমাধান দিতে চেষ্টা করে। সর্বপরি তাহারা নিয়মিত সঞ্চয় করেছে, তাহাদের সঞ্চয়কৃত টাকা সংগঠনের নিকট ঋণে খাটিয়ে তাহারা আয় করছে এবং মহিলারাও সঞ্চয় থেকে ঋণ নিয়ে উপকৃত হচ্ছে। এ পর্যন্ত তাহাদের ১৬,৪৬৫ জন সদস্য নীট ২৯,১০৪,৩০৮ (দুই কোটি একানব্বই লক্ষ চৌত্রিশ হাজার তিনশত আট) টাকা সঞ্চয় সংগঠনের নিকট জমা করেছে।

পিকেএসএফ অর্থাৎ ৮ টি জেলায় ১৭ টি থানার ১২৫ টি ইউনিয়নের ৬৭৪ টি গ্রামে ৮৭৫ টি সমিতি গঠনের মাধ্যমে ১৩,৩৪৫ জন সদস্যদের এ পর্যন্ত নীট ২৪,০১২,৯৫৫ (দুই কোটি চল্লিশ লক্ষ বার হাজার নয়শত পঞ্চাশ) টাকা সঞ্চয় সংগঠনের নিকট জমা করেছে।

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১১-২০১২

পৃষ্ঠা ৯ হতে ২৪

সংগঠনের বিভাগ, জেলা, থানা, ইউনিয়ন, গ্রাম, শাখা ও সদস্য সংখ্যা

ক্রমিক নং	বিভাগ	জেলা	থানা	ইউনিয়ন/ ওয়ার্ড	গ্রাম	ব্রাঞ্চ	সদস্য/সদস্যা		
							পুরুষ	মহিলা	মোট
১	বরিশাল	বরিশাল	১	৮	৪৯	১	১৬	৮০৬	৮২২
২	বরিশাল	ঝালকাঠী	২	৩২	১৩১	৩	১১১	১৮১৭	১৯২৮
৩	বরিশাল	পিরোজপুর	২	২২	১২০	৬	০	৩৫৮৫	৩৫৮৫
৪	খুলনা	বাগেরহাট	৪	১৯	৭০	৩	১০	১৬৬৪	১৬৭৪
৫	ঢাকা	গোপালগঞ্জ	১	১১	৩৩	১	০	৪৯৪	৪৯৪
৬	ঢাকা	গাজীপুর	৩	১৪	১১৯	৩	০	২১১০	২১১০
৭	ঢাকা	ময়মনসিংহ	২	২৩	২১৭	২	২৪০	২৮৪৭	৩০৮৭
৮	ঢাকা	কিশোরগঞ্জ	৩	২৩	১৪৬	২	১৭	২৭৪৮	২৭৬৫
মোট	৩	৮	১৪	১৫২	৮৪৫	২১	৩৯৪	১৬০৭১	১৬৪৬৫

বৎসর ভিত্তিক সমিতির সংখ্যা, সদস্য সংখ্যা এবং সঞ্চয়ের বিস্তারিত তথ্য (১৯৯৫ হতে ২০১২ অর্থ বছর) নিম্নে দেওয়া হলো :

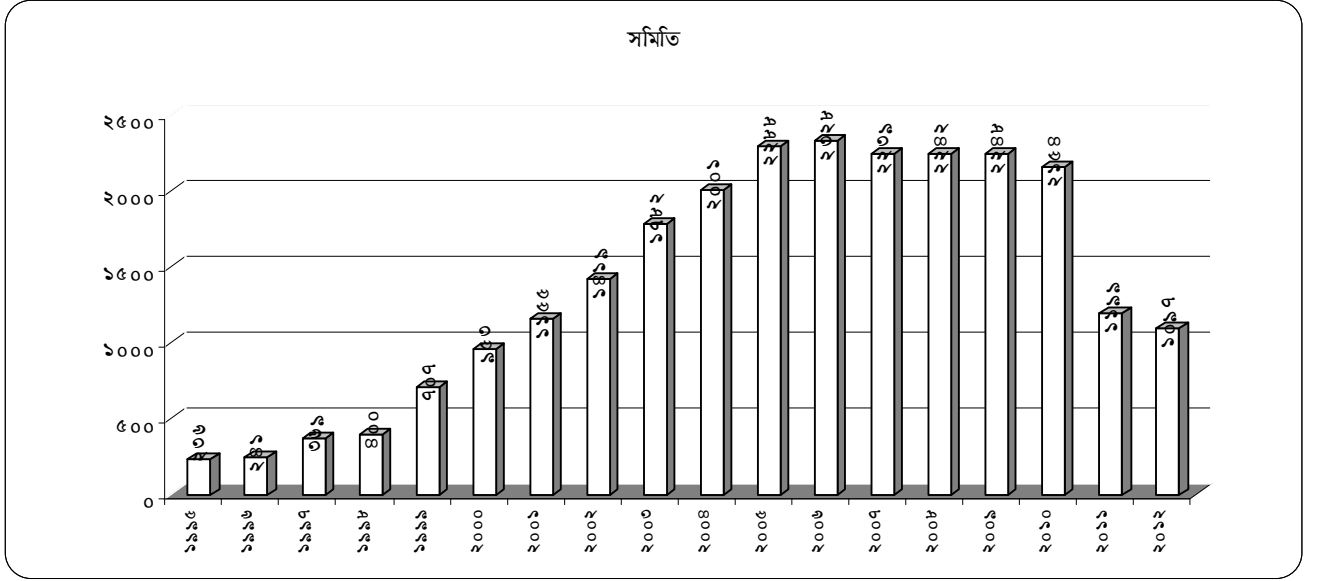
বৎসর ভিত্তিক টেবিলে সমিতি সংখ্যা:

বৎসর	১৯৯৫	১৯৯৬	১৯৯৭	১৯৯৮	১৯৯৯	২০০০	২০০১	২০০২	২০০৩	২০০৪	২০০৫	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২
সমিতি	১০৬	১৪১	১৬০	১০০	১০৭	১৫৩	১১১	১৪৫	১৭৬	১০০	১৭২	১২০	১৬৬	১৪২	১৪২	১৫৪	১৬৯	১০৬

বৎসর ভিত্তিক কলাম চার্টে সমিতি সংখ্যা:

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১১-২০১২

পৃষ্ঠা ১০ হতে ২৪



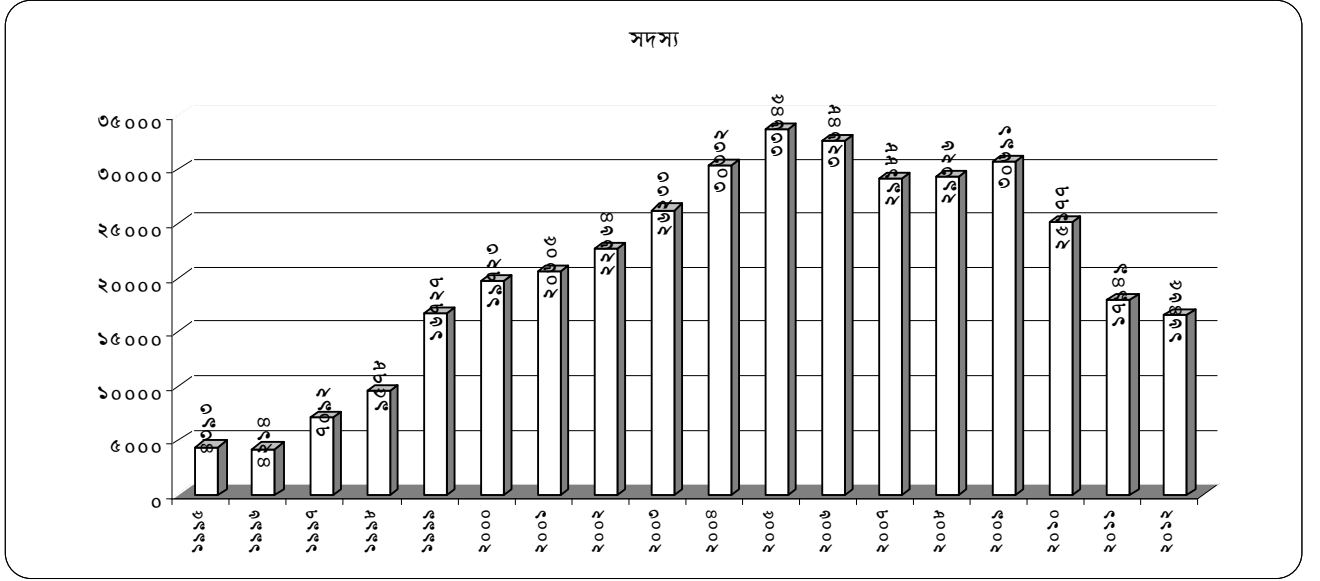
বিশেষ দৃষ্টব্যঃ

বিগত ২০০৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে এবং প্রয়োজনীয় অর্থ পিকেএসএফ থেকে না পাওয়ার জন্য সমিতিরসংখ্যা বৃদ্ধি না কমেও হ্রাস করতে হয়েছে এবং শাখার সংখ্যা একত্রীকরণ করে ৩০ থেকে ২১ টি করা হয়েছে।

বৎসর ভিত্তিক টেবিল ছকে সদস্য সংখ্যাঃ

উৎস	১৯৯৫	১৯৯৬	১৯৯৭	১৯৯৮	১৯৯৯	২০০০	২০০১	২০০২	২০০৩	২০০৪	২০০৫	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২
সদস্য	৪৩৬৩	৪২১৪	৪০৬২	৩৯১৮	৩৭৬৬	৩৬১৩	৩৪৬০	৩৩০৭	৩১৫৪	৩০০১	২৮৪৮	২৬৯৫	২৫৪২	২৩৮৯	২২৩৬	২০৮৩	১৯৩০	১৭৭৭

বৎসর ভিত্তিক কলাম চার্টে সদস্য সংখ্যাঃ



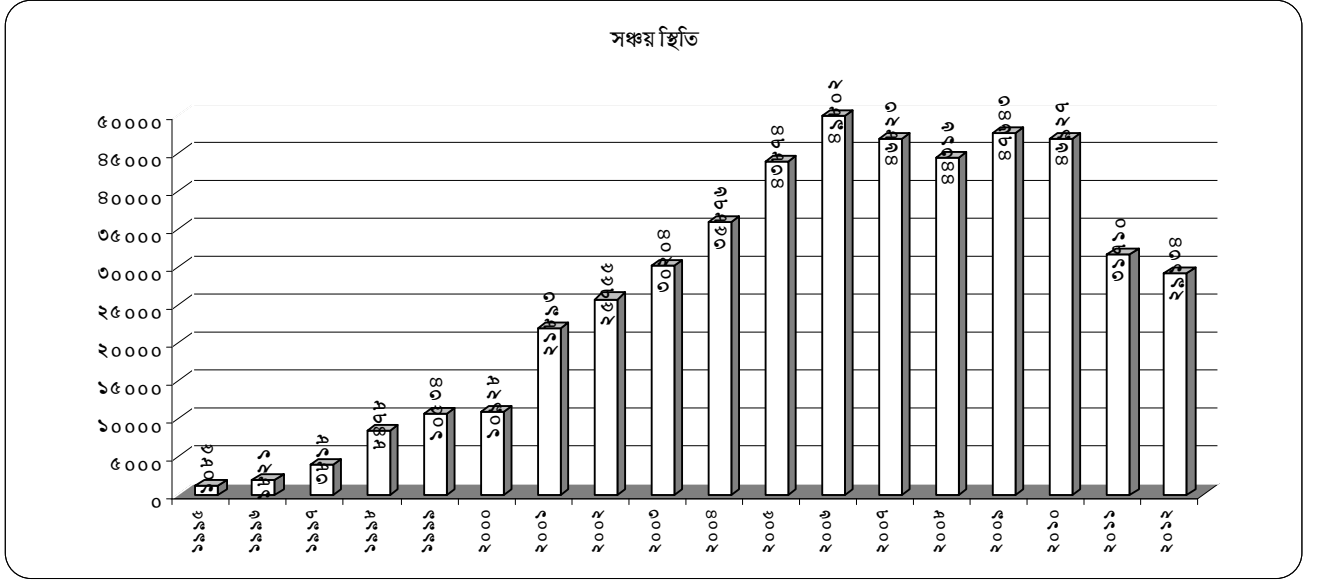
বিশেষ দৃষ্টব্যঃ

বিগত ২০০৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে এবং প্রয়োজনীয় অর্থ পিকেএসএফ থেকে না পাওয়ার জন্য সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি না করে হ্রাস করতে হয়েছে এবং শাখার সংখ্যা একত্রীকরণ করে ৩০ থেকে ২১ টি করা হয়েছে।

বৎসর ভিত্তিক টেবিলে সদস্যদের সঞ্চয় স্থিতি (হাজার টাকায়) :

বৎসর	১৯৯৬	১৯৯৭	১৯৯৮	১৯৯৯	২০০০	২০০১	২০০২	২০০৩	২০০৪	২০০৫	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	
সঞ্চয় স্থিতি	১৭০৫	৫২৭৫	৭৫৭০	৭৬৪৭	১০১০৫	৭২৬০৫	০৬৭৭২	১১৬১২	১০২০০	১৬৭১০	১৬৭০৪	২০৭৪৪	০২৭৭৪	১৭০৪৪	০৪৭৬৪	৬২৭৬৪	০৫৬৫০	১০৭৫২

বৎসর ভিত্তিক কলাম চার্টে সদস্যদের সঞ্চয় স্থিতি (হাজার টাকায়) :



খ) অশেষা ফাউন্ডেশনের আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড ও ঋণ কার্যক্রম

ভূমিকা

অর্থনৈতিক উন্নতি ছাড়া সমাজের সার্বিক উন্নতি ঘটে না। আয়ের মাধ্যমে পরিবারের অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা আসলে একটি পরিবারের পরিবেশ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান এর উন্নতি ঘটে। আর এই উন্নতি ঘটানোর জন্য পুরুষদের পাশাপাশি মহিলাদের ও পরিবারের জন্য আয় করা প্রয়োজন আছে। যাহাতে স্বামীর পাশাপাশি মহিলারাও আয় করে সংসারে অতিরিক্ত যোগান দিতে পারে। তাই সংগঠন পরিবারের আর্থিক, সামাজিক পরিবেশ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান সর্বপরি কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ঋণ বিতরণের মাধ্যমে পরিবারের আয়ের বৃদ্ধিকল্পে নিম্ন লিখিত উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড ও ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

আয়বৃদ্ধি মূলক কার্যক্রমের লক্ষ্য উদ্দেশ্য সমূহ

- ০১। মহিলাদের ব্যক্তিগত ও দলীয় ভাবে কর্ম সংস্থান সৃষ্টি করা।
- ০২। সহজভাবে ঋণ পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা।
- ০৩। নিজেদের দক্ষ করে তোলার মাধ্যমে আত্ম বিশ্বাস বাড়িয়ে স্বাবলম্বী করা।
- ০৪। গ্রামের মহাজনদের কাছ থেকে অধিক হারে ঋণ নেওয়া থেকে বন্ধ করা।
- ০৫। ঋণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে পরিবারের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সমভাবে সহযোগিতা প্রদান করা।

বাস্তবায়ন

অশেষা ফাউন্ডেশন (এ,এফ) ৮টি জেলার ১৮টি থানার ১৫২টি ইউনিয়নের ৮৮৫টি গ্রামে ১০৯৭টি সমিতির মধ্যে ১৬,৪৬৫ জন সদস্য আছে। উক্ত সদস্যদের প্রত্যেকেরই ঋণ দেওয়া সম্ভব নয় তথাপিও সংগঠনের যতটুকু সম্ভব মহিলাদের ঋণ দিয়ে কর্ম-সংস্থান সৃষ্টিতে সহযোগিতা করছে। বর্তমানে সংগঠন ৪টি পদ্ধতিতে অর্থ সংগ্রহ করে ঋণ প্রদান করছে।

- ক) পি, কে, এস,এফ হইতে ৪.৫% সার্ভিস চার্জ টাকা ঋণ নিয়ে ঋণ কার্যক্রমে ব্যবহার করা,
- খ) সমিতির সঞ্চয় এর টাকা ৬% সার্ভিস চার্জ ঋণ নিয়ে ঋণ কার্যক্রমে ব্যবহার করা,
- গ) সংগঠন যে সার্ভিস চার্জ পেয়ে থাকে তাহার ব্যয় অতিরিক্ত আয় দ্বারা ঋণ প্রদান,
- ঘ) দাতা সংগঠনের কাছ থেকে অনুদান রিভলভিং ফান্ড এর মাধ্যমে ঋণ প্রদান করা,

পল্লী কর্ম- সহায়ক ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে ঋণ কার্যক্রম

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১১-২০১২

অন্বেষা ফাউন্ডেশন (এ,এফ) ১৯৯৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের অর্থায়েনে ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসিতেছে বর্তমানে ৮টি জেলার ১৮ টি থানায় পিকেএসএফ এর অর্থায়েনে ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন হচ্ছে। ১৯৯৩ সালে পি,কে,এস,এফ অন্বেষা ফাউন্ডেশনকে ১০০,০০০/= টাকা প্রদান করে।

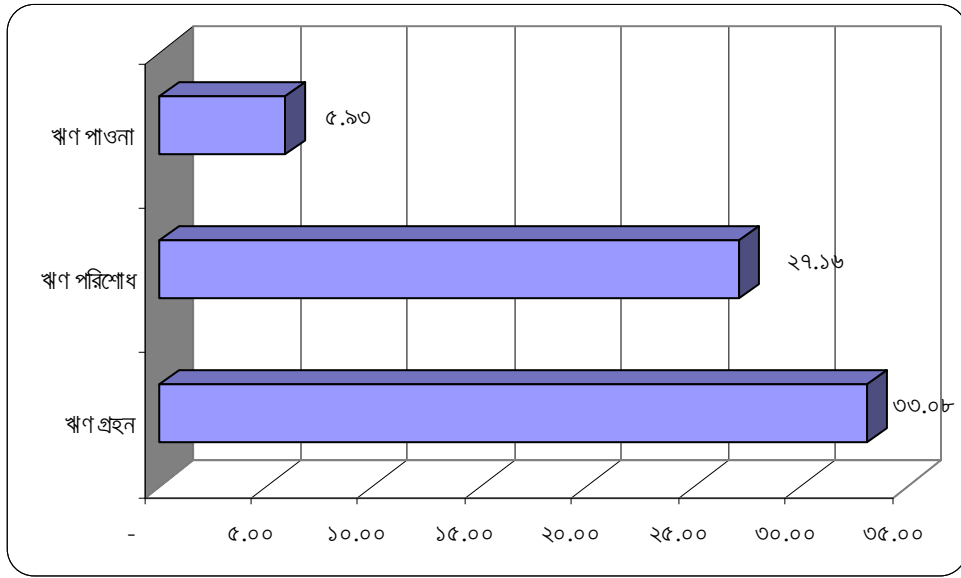
এ পর্যন্ত পিকেএসএফ থেকে ঋণ কার্যক্রমে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকল্পে ৩৩০,৮০৪,০২৭/= (তেত্রিশ কোটি আশি লক্ষ চার হাজার সাতাশ) টাকা ঋণ গ্রহণ করে এবং ২৭১,৫৫৪,০২৭/= (সাতাইশ কোটি পনের লক্ষ চুয়ান্ন হাজার সাতাশ) টাকা ঋণ পরিশোধ করে। সংগঠনের নিকট ৫৯,২৫০,০০০/= (পাঁচ কোটি বিরানব্বই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা পি,কে, এস,এফ পাবে। সংগঠন পিকেএসএফ কর্ম-এলাকায় পর্যন্ত ১১,৬৮৫ জনের মধ্যে ঋণ বিতরণ করে যাহার আদায় এর হার ৯৭.৪৭%। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ভয়াবহ সিডর, বার্ডফু ও আইলার কারণে বর্তমানে ২৫,১৪৯,৮৬৯/= (দুই কোটি একাত্ত লক্ষ চব্বিশ হাজার তিন শত আটাত্ত) টাকা বকেয়া আছে। পি,কে,এস,এফ এর অর্থায়েনে বাস্তবায়িত কাজের মাধ্যমে এলাকায় কর্ম সংস্থান সৃষ্টি এবং জনগণের জীবন যাত্রার মান উন্নতি হয়েছে, শিক্ষার মান বেড়েছে। গৃহের সাজসজ্জা বেড়েছে, স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে এবং লেনদেন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এলাকার ব্যবসা বানিজ্যের উন্নতি ঘটেছে, অনেকের পেশা পরিবর্তন হয়েছে এবং দৈনন্দিন খেটে খাওয়া মানুষের মজুরী বৃদ্ধি পেয়েছে ফলে বুঝা যায় সংগঠনের কার্যক্রমের মাধ্যমে মানুষের জীবন যাত্রার মান উন্নত হচ্ছে।

নিম্নে ঋণ গ্রহন, পরিশোধ ও পাওনার তথ্য ছকে ও বার চার্টে দেয়া হলো:-

ছক

ঋণ গ্রহন	ঋণ পরিশোধ	ঋণ পাওনা
৩৩০,৮০৪,০২৭.০০	২৭১,৫৫৪,০২৭.০০	৫৯,২৫০,০০০.০০

বার চার্ট (কোটি টাকায়)



পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের অর্থায়েনে প্রকল্প ভিত্তিক ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের তথ্য

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১১-২০১২

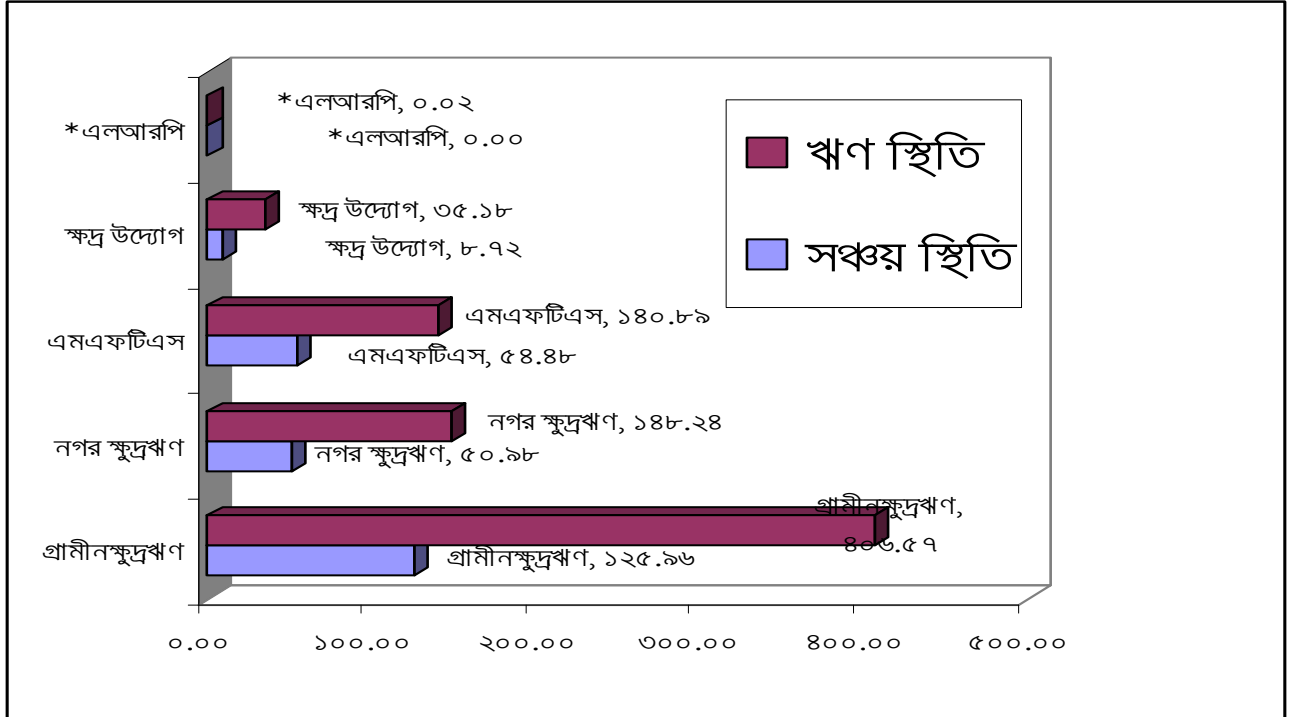
পৃষ্ঠা ১৪ হতে ২৪

প্রকল্প	শাখা	সমিতি	সদস্য	ঋণী সদস্য	সঞ্চয় স্থিতি	ঋণ স্থিতি	বকেয়া স্থিতি
Mgb ৭[২FY	১২	৫৯০	৮৪১৯	৭৩৫৩	১২৫৯৫৮৯৪	৪০৬৫৭৪৭৫	১৬১৭৩৪৮৫
bM ৭[২FY	৩	১৪০	২৬৬৭	২৪৭৯	৫০৯৭৮৬১	১৪৮২৩৮৭৬	৫৩৭৪২৫৫
GgGdwGm	৩	১৩৬	২০৯৪	১৭৭৩	৫৪৪৭৬৬৯	১৪০৮৯২৩১	২৬০৬৩৩৪
৭[৭D[৭M	০	৯	১৬৫	৭৬	৮৭১৫৩১	৩৫১৮০৪৫	৯৯৩৪১৮
*Gj Aviw	০	০	০	৪	০	২৩৭৭	২৩৭৭
†gwU	18	875	13345	11685	24012955	73091004	25149869

* Gj Aviw (LRP)= Livelihood Restoration Project

বার চার্জে প্রকল্প ভিত্তিক সদস্যদের ঋণস্থিতি, বকেয়া ও সঞ্চয় স্থিতি :

লক্ষ টাকায়



পাই চার্জে প্রকল্প ভিত্তিক সদস্যদের ঋণস্থিতি (১) ও সঞ্চয় স্থিতির (২) হার :

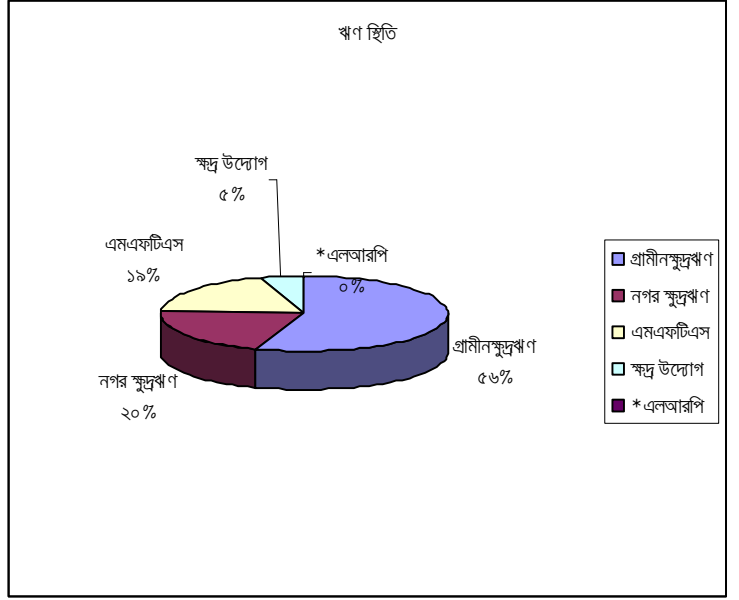
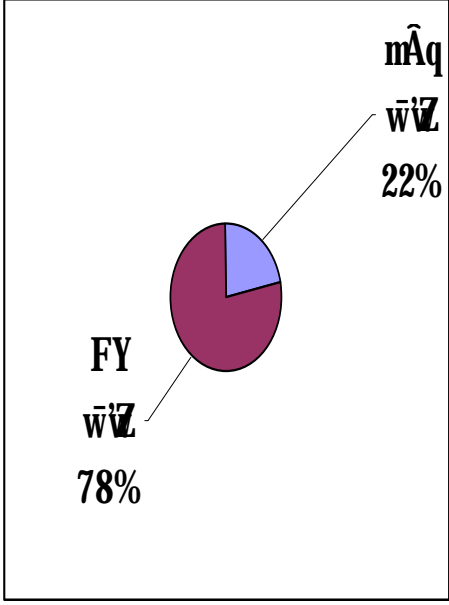
সংগঠনের নিজস্ব ও অন্যান্য অর্থায়নে প্রকল্প ভিত্তিক ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের তথ্য

শাখা	সমিতি	সদস্য	ঋণী সদস্য	সঞ্চয় স্থিতি	ঋণ স্থিতি	বকেয়া স্থিতি
৩	২২২	৩১২০	২৯১৪	৫১২১৩৫৩	১৮১৮৭২০৪	৮৮৪৯৭১৯

পাই চার্জে সদস্যদের ঋণস্থিতি (১) ও সঞ্চয় স্থিতির (২) হার :

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১১-২০১২

পৃষ্ঠা ১৫ হতে ২৪



সংগঠনের সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রমের আয় ও ব্যয়ঃ

তহবিল	আয়	ব্যয়	উদ্ধৃত
পিকেএসএফ	১৫,৫৮৫,৮২৭.০০	-২১,৫৪৬,৬৪৫.৭৫	-৫,৯৬০,৮১৮.৭৫
নন-পিকেএসএফ	৩,৩৬৮,৮৯০.০০	-৩,৭৭৯,৫১৮.৮৭	-৪১০,৬২৮.৮৭
মোট	১৮,৯৫৪,৭১৭.০০	-২৫,৩২৬,১৬৪.৬২	-৬,৩৭১,৪৪৭.৬২

মন্তব্যঃ বিগত বছরের সিডর, বার্ডফু, আইলার ও দ্রব্য মূল্যের লাগামহীন উর্ধ্বগতির জন্য সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রমের অবস্থা মোটেই ভাল নয়। এর পরে রয়েছে পিকেএসএফ সংগঠনের সময়মত অর্থ ছাড় না করা এবং পিকেএসএফ হইতে তহবিল বন্ধ করায় প্রতিষ্ঠানের লোকসান যায়। বিবিধ কারণে ঋণ কার্যক্রমে বিশাল অঙ্কের বকেয়া পড়াসহ মূলধনের ঘাটতি হয়েছে। যা কাটিয়ে উঠতে অনেক সময় লাগবে।

অশেষা ফাউন্ডেশনের গৃহায়ন কার্যক্রম

প্রকল্পের নাম : গৃহায়ন তহবিল ।
 অর্থায়নকারী : বাংলাদেশ সরকারের গৃহায়ন তহবিল
 প্রকল্পের সময় সীমা : ১০ বৎসর।

ভূমিকা

বাসস্থান মানুষের একটি মৌলিক চাহিদা, মানুষ সারাদিন কাজকর্ম করার পরে রাতে নিজের ঘরে একটু শান্তিতে বিশ্রাম নিবে। কিন্তু জন সংখ্যা বাড়ার কারণে ঘর তৈরীর উপকরণের দাম বাড়ার কারণে এবং নদী ভাঙ্গনের কারণে মানুষ ঘর তৈরী করতে পারছে না এবং বন্যা ঘূর্ণিঝড়, নদী ভাঙ্গনের কারণে মানুষ হচ্ছে গৃহহারা। বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার অঙ্গীকার“ বাংলাদেশের কোন লোকই গৃহহীন থাকবে না” সেলক্ষ্যে তারই নির্দেশে বাংলাদেশ গৃহায়ন তহবিল বিল গঠিত হয়েছে এবং উক্ত তহবিল থেকে আজ পর্যন্ত ৪০০ ঘরের জন্য সর্ব মোট ৮,০০০,০০০/= (আশি লক্ষ) টাকা ১% সার্ভিস চার্জে পাওয়া গিয়েছিল।

গৃহায়নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১১-২০১২

পৃষ্ঠা ১৬ হতে ২৪

এলাকার গরীব, গৃহহীন, সমিতির সদস্যদের মধ্যে ১০ বৎসরের মাসিক কিস্তিতে ৫% সরল সুদে গৃহ ঋণ প্রদানের মধ্যে আবাসন ব্যবস্থার উন্নতি করা। নদী ভাঙ্গন, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, অগ্নিকাণ্ড ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত গৃহহীন পরিবার ঋণ পাওয়ার জন্য অগ্রাধিকার পাবেন। ঋণের কিস্তি ফেরৎ প্রদানের জন্য সংগ্রহ কৃত আই,জি, পি, কার্যক্রমের লক্ষ্যে আয়-বর্ধনকারী ও উৎপাদনশীল কর্ম-কান্ডে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা।

বাস্তবায়ন

অবেশা ফাউন্ডেশন পিরোজপুর জেলার নাজিরপুর ও বাগেরহাট জেলার কচুয়া ও চিতলমারী থানায় মোট ৪০০ ঘরের জন্য ঋণ বিতরণ করা হয়েছিল। বর্তমান অর্থ বছরে কোন ঋণ গ্রহণ এবং বিতরণ করা হয় নাই।

গৃহায়ণ প্রকল্পের বিস্তারিত তথ্য নিম্নে দেয়া হলোঃ

বিবরণ	নাজিরপুর	কচুয়া	চিতলমারী	মোট
ঘরের সংখ্যা	১০০	২০০	১০০	৪০০
বিতরণ	২,০০০,০০০	৪,০০০,০০০	২,০০০,০০০	৮,০০০,০০০
আদায়	১,৮১৮,৮৯০	৩,০৫৭,১২২	১,৫৭৬,১৭৮	৬,৪৫২,১৯০
ঋণ স্থিতি	১৮১,১১০	৯৪২,৮৭৮	৪২৩,৮২২	১,৫৪৭,৮১০

গৃহায়ণ প্রকল্পের ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধের তথ্য নিম্নে দেয়া হলোঃ

বিবরণ	মোট
ঘরের সংখ্যা	৪০০
ঋণ গ্রহণ	৮,০০০,০০০
ঋণ পরিশোধ	৭,৬৪৬,১৯৫
ঋণ পাওনা	৩৫৩,৮০৫

শিক্ষা কার্যক্রম

প্রকল্পের নাম : শহরের কর্মজীবী শিশুদের জন্য মৌলিক শিক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়)।
 অর্থায়নকারী : বাংলাদেশ সরকারের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো এবং ইউনিসেফ বাংলাদেশ।
 প্রকল্পের সময় সীমা : ৪০ মাস।

সংগঠনের শিক্ষা বিভাগের আওতায় ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে শহরের কর্মজীবী শিশুদের জন্য মৌলিক শিক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়) বাস্তবায়ন হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের মধ্যে সর্বমোট ২ টি স্টেজ রয়েছে। এর মধ্যে তয় ৪র্থ স্টেজ কার্যক্রম রয়েছে। ৩য় স্টেজ জুলাই ২০১১ ও ৪র্থ স্টেজ অক্টোবর ২০১১ কার্যক্রম শেষ হয়েছে।

নিম্নে শহরের কর্মজীবী শিশুদের জন্য মৌলিক শিক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়) লক্ষ ও উদ্দেশ্য :-

- শহরের ১০-১৪ বছরের কর্মজীবী শিশুদের লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টি করা।
- দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করা।
- কর্মজীবী শিশুদের দক্ষ করে তোলা।
- কর্মজীবী শিশুদের জীবন মানের উন্নয়ন করা।
- কর্মজীবী শিশুদের পিতামাতা এবং অভিভাবকদের লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা।

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১১-২০১২

পৃষ্ঠা ১৭ হতে ২৪

নিম্নে শহরের কর্মজীবী শিশুদের জন্য মৌলিক শিক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়) কার্যক্রম বাস্তবায়নের উপর সার্বিক তথ্যাবলী প্রদান করা হলো:-

১। কর্ম এলাকা অনুসারে শিক্ষা কেন্দ্র :

ক্রমিক নং	স্টেজের নাম	কর্ম এলাকার নাম					মোট শিক্ষা কেন্দ্র
		যাত্রাবাড়ী/ সায়োদাবাদ	ডেমরা	আদমজী	সোনারগাঁও	রূপগঞ্জ	
১	৩য় স্টেজ	০	২৮	৮	৫	২৯	৭০
২	৪র্থ স্টেজ	০	৩২	১২	১২	২২	৭৮
মোট		০	৬০	২০	১৭	৫১	১৪৮

২। কর্ম এলাকা অনুসারে শিক্ষার্থী/পড়ুয়া সংখ্যা :

ক্রমিক নং	স্টেজের নাম	কর্ম এলাকার নাম										মোট শিক্ষার্থী/ পড়ুয়া সংখ্যা	
		যাত্রাবাড়ী/ সায়োদাবাদ		ডেমরা		আদমজী		সোনারগাঁও		রূপগঞ্জ		ছেলে	মেয়ে
		ছেলে	মেয়ে	ছেলে	মেয়ে	ছেলে	মেয়ে	ছেলে	মেয়ে	ছেলে	মেয়ে		
১	৩য় স্টেজ	০	০	২৮০	৪২০	৮০	১২০	৫০	৭৫	২৯০	৪৩৫	৭০০	১০৫০
২	৪র্থ স্টেজ	০	০	৩২০	৪৮০	১২০	১৮০	১২০	১৮০	২২০	৩৩০	৭৮০	১১৭০
মোট		০	০	৬০০	৯০০	২০০	৩০০	১৭০	২৫৫	৫১০	৭৬৫	১৪৮০	২২২০
মোট		০		১৫০০		৫০০		৪২৫		১২৭৫		৩৭০০	

৩। স্টেজ অনুসারে স্ট্যাফ সংখ্যা :

ক্রমিক নং	স্টেজের নাম	শিক্ষক/শিক্ষিকা		সুপারভাইজার		সহকারী সমন্বয়কারী		প্রশাসনিক		মোট স্ট্যাফ	
		পুরুষ	এহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা
১	৩য় স্টেজ	৩	৬৭	৩	৪	১	০	০	০	৭	৭১
২	৪র্থ স্টেজ	০	৭৮	৩	৫	০	১	০	০	৩	৮৪
মোট		৩	১৪৫	৬	৯	১	১	০	০	১০	১৫৫
মোট		১৪৮		১৫		২		০		১৬৫	

৪। স্টেজ অনুসারে প্রকল্পের সময়সীমা :

ক্রমিক নং	স্টেজের নাম	প্রকল্পের সময় সীমা	কার্যক্রম শুরুর তারিখ	কার্যক্রম সমাপ্তির তারিখ
১	৩য় স্টেজ	৪০ মাস	১ লা এপ্রিল ২০০৮ খ্রীঃ	৩০ শে জুলাই ২০১১ খ্রীঃ
২	৪র্থ স্টেজ	৪০ মাস	১ লা জুলাই ২০০৮ খ্রীঃ	৩১ শে অক্টোবর ২০১১ খ্রীঃ

৫। স্টেজ অনুসারে ব্যয় :

ক্রমিক নং	স্টেজের নাম	প্রকল্প ব্যয়
১	৩য় স্টেজ	১৩,৮৭৯,২০০
২	৪র্থ স্টেজ	১২,৪৩২,০০০
মোট ব্যয়		২৬,৩১১,২০০

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১১-২০১২

পৃষ্ঠা ১৮ হতে ২৪

অশেষা ফাউন্ডেশন এ,এফ এর নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন কার্যক্রম :

প্রকল্পের নাম	:	নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন কার্যক্রম।
অর্থায়নকারী	:	বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ)
প্রকল্পের সময় সীমা	:	দুই বৎসর।
কর্ম এলাকা	:	গোপালগঞ্জ জেলা সদর।

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য:

- উপকারভোগীরা সচেতন হয়ে নিরাপদ পানি ব্যবহার সম্পর্কে জানতে পারবে এবং দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করবে।
- এলাকায় পানিবাহিত রোগ হ্রাস পাবে।
- উপকারভোগীরা স্যানিটেশন ব্যবহারের সুফল সম্পর্কে জানতে পারবে এবং সচেতন হয়ে স্যানিটেশন ব্যবহার করবে।
- স্যানিটেশন ব্যবহারের ফলে বায়ুবাহিত রোগ থেকে উপকারভোগীরা মুক্ত থাকবে।

প্রকল্প ব্যয়:

অর্থ বছর	বরাদ্দ	মোট ব্যয়	প্রকল্পে ব্যয়	%	প্রশাসনিক ব্যয়	%
২০১১-২০১২	১০০,০০০	১০২,০৩১.০০	৯২,০৯২.০০	৯০.২৬	৯,৯৩৯.০০	৯.৭৪
মোট						

প্রকল্প বাস্তবায়ন (২০১১-২০১২):

ক্রমঃ	কর্মসূচীর নাম	পরিকল্পনা	বাস্তবায়ন
১	উদ্বুদ্ধকরণ ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা ২০ জন করে ৩০ টি সভা	৩০ টি সভা	৩০ টি সভা
২	এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ,প্রাইমারী স্কুল/মাদ্রাসার শিক্ষকদের নিয়ে উদ্বুদ্ধকরণ ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা	৬ টি সভা	৬ টি সভা
৩	পোস্টার ১৫০০ পিস ও স্টিকার ২০০০ বিতরণ মোট ৩৫০০ পিস	৩,৫০০ টি	৩,৫০০ টি
৪	উপকারভোগীদের মধ্যে ১২০ সেট ল্যটিন বিতরণ (২ টি রিং ও একটি স্লাব।	১২০ সেট	১২০ সেট
৫	তথ্য ও সাইন বোর্ড ৩ টি	৩ টি	২ টি

অশেষা ফাউন্ডেশন এ,এফ এর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

ভূমিকা

অশেষা ফাউন্ডেশন (এ,এফ) ১০ টি জেলার ২০ টি থানার ৯৩১ টি গ্রামে ২০,৮৮৫ জন উপকারভোগীদের (স্বয়ং ও ঋণ কার্যক্রমে ১৭,১৮৫, জন+ছাত্র ছাত্রী ৩,৭০০ জন) সংগে কাজ করছে এবং ২৯০ জন স্টাফ (বিভিন্ন প্রকল্পের) কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে এবং বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নতুন নতুন ধারণার উপর কাজ বাস্তবায়ন করতে গিয়ে কর্মকর্তা, মাঠকর্মী, শিক্ষক এবং সুপারভাইজারদের প্রশিক্ষণ দিতে হয়, আর এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মীদের দক্ষতা অর্জন করে। প্রশিক্ষণ ছাড়া একজন কর্মীর দক্ষতা অর্জন হয় না। প্রশিক্ষণের মূল বিষয় হলো একজন কর্মী অনেক কিছু জানে আর এই জানা বিষয় গুলি মানুষের কাছে কিভাবে উপস্থাপনা করবে বা তার ঘুমন্ত জ্ঞান গুলি কিভাবে জাগ্রত করবে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সেই কৌশল গুলি হাতে কলমে শিক্ষা দেয়া হয়। চিত্তাধারার

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১১-২০১২

পৃষ্ঠা ১৯ হতে ২৪

পরিবর্তন করে দক্ষ করে তোলা হয়। সংগঠনের প্রশিক্ষণের জন্য নিজস্ব সেল ও প্রশিক্ষক রয়েছে। নিজস্ব চাহিদা মিটানোসহ বাহিরের প্রতিষ্ঠানকে সুলভমূল্যে ব্যবহার করার জন্য ভাড়া দেয়া হয়।

প্রশিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :-

- ০১। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উপকারভোগী এবং সংগঠনের কর্মীদের সচেতনতা ও কর্ম দক্ষতা বৃদ্ধি করা।
- ০২। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ঘুমন্ত জ্ঞান গুলিকে জাগ্রত করে কাজে ব্যবহার করা।
- ০৩। কাজের দক্ষতা বৃদ্ধিতে নিত্য নতুন কৌশল উদ্ভাবন করা এবং কাজে ব্যবহার করা।
- ০৪। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কাজের দুর্বল দিক গুলি সবল করা।
- ০৫। সুলভ মূল্যে প্রশিক্ষণ সুবিধা বাহিরের প্রতিষ্ঠানকে সুবিধা প্রধান করা।

বাস্তবায়নঃ

অবেশা ফাউন্ডেশন (এ,এফ) ২টি পদ্ধতিতে তাহার কর্মকর্তা, মাঠকর্মী ও উপকারভোগীদের মধ্যে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। উপকারভোগী ও মাঠকর্মী ও কর্মকর্তাদের নিজস্ব প্রশিক্ষণ সেন্টারে মাধ্যমে এবং অন্যান্য সংগঠনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দিয়ে উপকারভোগী/কর্মীদক্ষ দক্ষ করে তুলে।

পরিদর্শন সংক্রান্ত

সরকারী পর্যায়

অবেশা ফাউন্ডেশন (এ,এফ) প্রতিটি জেলায়, জেলা প্রশাসন, থানা প্রশাসনের প্রতিটি বিভাগের সংঙ্গে ভাল সম্পর্ক আছে এবং অবেশা ফাউন্ডেশনের এলাকা সমন্বয়কারীগণ জেলা ও থানায় উন্নয়ন কর্মিটির মিটিং গুলির সদস্য হিসাবে যোগদান করেন এবং সংগঠনের কাজগুলি বিভিন্ন বিভাগের সহযোগিতা নিয়ে বাস্তবায়ন করেন বিধায় জেলা প্রশাসন ও থানা প্রশাসনের কর্মকর্তারা পরিদর্শনের করেন এছাড়াও যে যে সরকারী প্রতিষ্ঠান প্রকল্পে অর্থ প্রদান এবং অর্থ ছাড় করণের অনুমতি দেয় সেই সমস্ত প্রতষ্ঠানের কর্মকর্তারা সংগঠনের প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেছেন।

বেসরকারী পর্যায়

অবেশা ফাউন্ডেশন (এ,এফ) কেন্দ্রীয়, জেলা পর্যায় ও থানা পর্যায় যে ফোরাম গুলি আছে তাহার সদস্য হিসাবে ফোরামের মিটিং গুলিতে উপস্থিত হয় বিধায় সেবরকারী প্রতিষ্ঠান গুলির সাথে অবেশা ফাউন্ডেশনের ভাল সম্পর্ক আছে এবং অঞ্চলের সমস্যা সমাধানের সমষ্টিগত ভাবে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান গুলি একে অপরকে সার্বিক সহযোগিতা করে থাকে।

মাসিক মিটিং

অবেশা ফাউন্ডেশন (এ,এফ) এর প্রতিটি এলাকা/শাখায় প্রতিমাসে ১ বার মাসিক মিটিং হয় মাসিক মিটিং গুলিতে গত মাসের কার্যক্রমের মূল্যায়ন করা হয় এবং পরবর্তী মাসের কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা হয় এবং কেন্দ্রীয় অফিসের মাসিক মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা সমন্বয়কারী এবং শাখা ব্যবস্থাপকদের প্রতি মাসে মাসে এলাকা কার্যালয়ে সভা হয়। সভায় কেন্দ্রীয় কর্মকর্তারা উপস্থিত থেকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেন। ফলে প্রত্যেকের সংগে কেন্দ্রীয় অফিসের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়নের সুবিধা অসুবিধা নিয়ে আলোচনা হয় ফলে কাজের গতি বেড়েছে এবং ভুলক্রটি সমাধান করছে এবং নিয়মিত মিটিং করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

কার্য-নির্বাহী পরিষদের সভা

অবেশা ফাউন্ডেশনের জন্মলগ্ন থেকে নিয়মিত কার্য-নির্বাহী পরিষদের সভা ও বার্ষিক সভা করে আসছে। কার্য-নির্বাহী সভা প্রতি ৩ মাসে ১বার অনুষ্ঠিত হয়। গত অর্থ বৎসরে মোট ৭ টি কার্য-নির্বাহী পরিষদের সভার মাধ্যমে কার্যক্রম ও হিসাব পর্যালোচনা করেছে, প্রকল্পের বিষয় বিভিন্ন অনুমোদন দিয়ে সাহায্য করেছে। কার্য-নির্বাহী পরিষদের সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। গঠনতন্ত্র মোতাবেক অর্থ বৎসর শেষ হওয়ার ৩ মাসের মধ্যে নির্বাচন করে নতুন কার্য-নির্বাহী পরিষদ গঠন করতে হবে।

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১১-২০১২

পৃষ্ঠা ২০ হতে ২৪

বর্তমান কার্য-নির্বাহী পরিষদের নাম :

ক্রমিক নং	নাম	পদমর্যদা
১	জনাব এ্যাডভোকেট আবু নাসের এস কে সিদ্দিকী	সভাপতি
২	জনাব সুনীল অধিকারী	সহ-সভাপতি
৩	জনাব কমলইন্দু কর্মকার	সাধারণ সম্পাদক
৪	জনাব জগদীশ চন্দ্র রায়	সহ-সাধারণ সম্পাদক
৫	জনাব অসিত কুমার মোল্লা	কোষাধ্যক্ষ
৬	জনাব কামাল পাশা	প্রচার সম্পাদক
৭	জনাবা পলিনা স্মৃতিকনা বড়ি	সমাজ ও সাংস্কৃতিক সম্পাদিকা
৮	জনাব আবদুর রহমান সরকার	সদস্য
৯	জনাব মানিক ঢালী	সদস্য

বর্তমান সাধারণ পরিষদের নাম :

ক্রমিক নং	নাম
১.	জনাব আবু নাসের এস কে সিদ্দিকী
২.	জনাব সুনীল অধিকারী
৩.	জনাব কমলইন্দু কর্মকার
৪.	জনাব জগদীশ চন্দ্র রায়
৫.	জনাব কামাল পাশা
৬.	জনাব অসিত মোল্লা
৭.	জনাবা পলিনা স্মৃতি কনা বড়ি
৮.	জনাব আব্দুর রহমান সরকার
৯.	জনাব মানিক ঢালী
১০.	জনাব এ্যাডওয়ার্ড সবুলন বিশ্বাস
১১.	জনাব লরেন্স অধিকারী
১২.	জনাব সুদীপ্ত সরকার
১৩.	জনাবা রবিন্দ্র নাথ অধিকারী
১৪.	জনাব সোনামুদ্দিন হাওলাদার
১৫.	জনাব দুলাল কর্মকার
১৬.	জনাব শ্যামল কর্মকার
১৭.	জনাবা মিতালী রায়
১৮.	জনাবা সুমমা কর্মকার
১৯.	জনাব রেমন্ড ব্রোজেন সরকার
২০.	জনাব এন সি দাস
২১.	ডাঃ ফ্লোরেন্স লিনা কর্মকার
২২.	জনাব কমল গমেজ
২৩.	জনাব কামরুল ইসলাম
২৪.	জনাবা সোহেলী আহমেদ
২৫.	জনাব কেশব মল্লিক
২৬.	জনাব বেনেডিক্ট ডি'ব্রুজ
২৭.	জনাবা শান্তনা ডি'ব্রুজ

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১১-২০১২

পৃষ্ঠা ২১ হতে ২৪

